দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

034

পঙ্গু মান্নান এক সময় শিক্ষক ছিলেন

কুমারখালী (কুষ্টিয়া), ১৫ সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)।— জনাব আবদুল মান্নান (৫০) শিক্ষকতা শুরু করে ছিলেন আজ থেকে ৩১ বছর পূর্বে জীবননগর থানার খয়েরহুদা গ্রামের একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একটানা ২৮ বছর শিক্ষাদানের পর হঠাৎ তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে এখন সাহায্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছেন।

কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজে বসে সম্প্রতি তার সাথে কথা হচ্ছিল। তিনি সবিনয়ে বললেন, "আমাকে কিছু সাহায্য করেন।" তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। চোখে-মুখে হতাশার চিহ্ন। একটি পা ও একটি হাত অবশ হয়ে আছে।

তাঁর কাহিনী শুনলাম। জানলাম, জনাব আবদুল মান্নান মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই নামমাত্র বেতনে জীবননগর থানার খয়েরহুদা গ্রামের একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। সেখানেই তাঁর দীর্ঘ ১১ বছর কেটে যায়। স্কুলটি সরকারী হয়ে যায়। চাকরি সরকারী হওয়ার পর তিনি বিয়ে করে পুরোপুরি সংসারী হয়ে পড়েন। পরে তিনি আলমডাংগা উপজেলার আলুকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলী হন। ১৭ বছরের সরকারী চাকরি জীবনে তাঁর ৮ সদস্যের সংসার মোটামুটি চলছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা, নিয়তির পরিহাস তিনি আকস্মিকভাবে সয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার, কবিরাজ দেখালেন কিন্তু কিছুতেই ফল হল না। অবশেষে জানতে পারলেন, তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। হিতাকাংখীরা পরামর্শ দিলেন বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে। এতে অনেক টাকার প্রয়োজন। শুরু হলো ধার-দেনা।

সমস্ত জীবনের সঞ্চিত টাকা ও ধার-দেনার টাকা নিয়ে ঢাকা গেলেন চিকিৎসা করালেন। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে পারলেন না। এখন তিনি কোনরকম চলা-ফেরা ও কথা বলতে পারেন। তিনি জানালেন, ইতিমধ্যে চিকিৎসায় তার ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এখনও প্রতি ৩দিন অন্তর ৯০ টাকা মূল্যের ১টি ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। এবাবে দু'বছর চিকিৎসা হওয়ার পর নাকি আবার ঢাকার পিজি হাসপাতালে যেতে হবে। নিজের চাকরি চলে গেছে। আর্থীক সংকটের দরুন ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে পারছে না। সংসারের হাল ধরার কেউ নেই। তার উপর নিজের চিকিৎসার টাকা। হাত পাতলেই কি সমাধান হবে এ প্রকট সমস্যা? জনাব আবদুল মান্নানের নিজস্ব ভিটে-বাড়িও নেই। বর্তমানে তার স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ২ মেয়েকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর তিনি জগতি কলোনীতে এক আত্মীয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। অসহায় শিক্ষক মান্নানের শেষ কথাটি ছিল, "আমার জন্য আপনারা কিছু করেন।" এরপর চলে গেলেন।